দৈনিক ইনকিলাব 022
তারিখ 16 SEP 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকাঃ শুক্রবার, ১ আশ্বিন, ১৩৯৫

স্কুল-কলেজ এখনো খুলবেন না

এবারের নজিরবিহীন মহাপ্লাবনের পানি অতি মন্থরগতিতে নামতে শুরু করেছে। বন্যাকবলিত এলাকার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির এখনো তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন বন্যাকবলিত এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে বিচ্ছিন্ন। পল্লী এলাকার রাস্তাঘাট এখনো কয়েক ফুট পানির নীচে। এরূপ অবস্থায় দেশের স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কথা শোনা যাচ্ছে। অবশ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ভীষণ ক্ষতি হবে, এ কথা ঠিক। কিন্তু এই মুহূর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা হলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে গমন করতে পারবে কি-না—তা-ও ভেবে দেখার বিষয়। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান বাস্তবতা অনুধাবন করা একান্ত অপরিহার্য। বন্যাকবলিত এলাকার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভয়াবহ বন্যার পানিতে ডুবে গেছে অথবা পানির তোড়ে ভেসে গেছে। অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির।

হাজার হাজার বন্যার্ত জনগণ এসব ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। এখনো ত্রাণ শিবির থেকে বন্যার্ত জনগণ সরে যায়নি। তাছাড়া এসব ত্রাণ শিবিরে প্রস্রাব-পায়খানার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমানে চরম নোংরা পবিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী কক্ষে রান্না-বান্না করে শ্রেণী কক্ষগুলোকে কদর্য করে তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চারপাশে জমে উঠেছে আবর্জনার স্তূপ। ময়লা-আবর্জনার পচা দুর্গন্ধে ত্রাণ শিবিরগুলোর কাছে যাওয়া যায় না। অথচ ত্রাণ শিবিরগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা নেই। অবশ্য রাজধানীর উঁচু জায়গায় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে সেসব ত্রাণ শিবির থেকে বন্যার্ত জনগণ চলে গেলে হয়তো দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ছাত্র-ছাত্রীদের বসার উপযুক্ত করে তোলা যেতে পারে।

কিন্তু শহরতলীর নিম্নাঞ্চলের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো নিমজ্জিত। তাছাড়া বন্যাকবলিত এলাকার হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনটা সম্পূর্ণ অথবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার করা না হলে শিক্ষাদান কাজ ব্যাহত হবারই আশংকা। যা হোক, বন্যার পানি দ্রুত হ্রাস পেলে ত্রাণ শিবিরগুলো থেকে বন্যার্ত জনগণ চলে যাবে। অতঃপর ত্রাণ শিবিরগুলো উত্তমরূপে ধোয়া-মোছা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরিয়ে এনে বিদ্যালয়গুলো খোলা উচিত। তা না হলে বর্তমানের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রোগ-ব্যাধি বিস্তার করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য দেশের বন্যাকবলিত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুত সংস্কারের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনবোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের লক্ষ্যে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। এ ব্যাপারে যে কোনরূপ গড়িমসি সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে।

অবশ্য আমরা চাই না যে, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকুক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হোক। কিন্তু লেখাপড়ার নামে নোংরা পরিবেশে তাদেরকে টেনে এনে তাদের জীবন বিপন্ন হোক এটাও আমরা চাই না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ত্রাণ শিবির খুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে—তা দ্রুত নিরসন করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরিয়ে এনে সুষ্ঠু শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। এ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হলে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই বিদ্যালয়ে গমন করতে পারবে না। ফলে দেখা যাবে, কোন কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া হচ্ছে আবার কোন কোন বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। এটা অনভিপ্রেত। তাই আমরা কোমলমতি ছাত্রী-ছাত্রীদের কল্যাণ কামনা করেই বলছি, দেশের স্কুল-কলেজ এখনো খুলবেন না। বিষয়টি আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই আমরা এদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।